JAN 7 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭-৬ কলাম ৩....

দৈনিক জনকণ্ঠ

(শেষাংশ)

শেখ হাসিনা সাংবিধানিক নেত্রী নিয়োজিত হবার পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তার অতীত-ঐতিহ্য ফিরে পেতে শুরু করে। সংগঠনে প্রাণের জোয়ার আসে। নব উদ্যমে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা দেশের বৈরী রাজনৈতিক অবস্থা মোকাবিলা করতে থাকে। ছাত্রলীগের সাংগঠনিক তৎপরতায় পরবর্তীতে সর্বস্তরের জনতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পুনরায় এক কাতারে এসে '৮২-র মার্চ মাসে জারি হওয়া সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়ে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৮৩-র ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি মজিদ খান প্রণীত শিক্ষা কমিশন শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রলীগের নেতৃত্বে রাজপথে নেমে আসে। ছাত্র সংগঠনগুলো জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও রাজপথে নিয়ে আসে। এর পর দীর্ঘসময় ধরে '৯০ সাল পর্যন্ত চলে সামরিক জান্তা, স্বৈরশাসক এরশাদবিরোধী আন্দোলন। এরশাদের পতন অনিবার্য করার জন্য ছাত্রলীগ সকল ছাত্র সংগঠনকে একত্রিত করে গঠন করে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য। ছাত্রঐক্যের নেতৃত্বে ছাত্ররা এরশাদ কর্তৃক জারিকৃত ২৮ নবেম্বরের কার্ফ্যু ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে। প্রবল ছাত্র গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ ৬ ডিসেম্বর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সকল বিভ্রান্তি, ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে ছাত্রঐক্য স্বৈরাচার হটিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এর অন্যতম প্রধান শরিক হিসাবে এই আন্দোলনের সর্বোচ্চ কৃতিত্বের দাবিদার। ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তার সংগ্রামী ঐতিহ্যে যোগ করেছে আর একটি সফল অধ্যায়।

'৯১-এর নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ের পর দলের সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেন। কিন্তু ক্ষমতালাভের পরপরই শুরু হয় তাদের এ দেশের ছাত্রসমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা। দেশের প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে দেয় সন্ত্রাসের কালো থাবা। ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়া হয় আধুনিক অস্ত্র। ছাত্রসমাজ বিভ্রান্ত হয়ে তাদের আসল ও প্রধান কাজ পড়াশোনা না করে উল্টো প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলের পাঁয়তারা শুরু করে এবং সকল ধরনের অপব্যবস্থা, হত্যা, সন্ত্রাস, রাহাজানির রাজনীতি শুরু করে। এ দেশের প্রতিটি পবিত্র বিদ্যাপীঠ কলঙ্কিত হতে থাকে তাদের নারকীয় কর্মকাণ্ডে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুজিব আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে

ঐতিহ্য ও
বাংলাদে

জাতীয় সংসদে এ দেশের জনমানুষের স্বাভাবিক ে
"নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল
ক্ষমতাসীনরা এ বিল পাশ কাটিয়ে ক্ষমতা চিরস্থায়ী
শুরু করে। প্রতিবাদে সোচ্চার হয় প্রতিটি রাজনৈতি
সর্বশক্তি দিয়ে আন্দোলনে শরিক হয়। তৎকালীন
জিয়া তাঁর ছাত্র সংগঠনকে ইঙ্গিত করে বলেন, '
দমনে আমার ছাত্রদলই যথেষ্ট'। জবাবে বাংলাদে

বাহাদুর বেপারী

নেত্রী শেখ হাসিনা '৯৪ সালের ১২ ডিসেম্বর মতি
বিশাল ছাত্র সমাবেশে ছাত্রলীগের তৎকালীন সভ
ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্নার হা
দিয়ে বলেন, "ছাত্রদের প্রধান কাজ হচ্ছে পড়াশে
কিছু লক্ষ্য ছাত্রদের থাকতে পারে না।"
নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোল
ছাত্রলীগও সমান গতিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে
আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন বিএনপি
অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে ১৯৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি এ
নামক প্রহসন অনুষ্ঠিত করে। সারা দেশে এই এব
প্রতিহত করা হয়। এরপর শুরু হয় অসহযোগ
সংসদে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার
এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার পদত্যাগ করে ক্ষ

ছাতালাঠ হ

কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। তাদের এই মহতী সাফল্যের কথা ইতোমধ্যেই জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যান্য জেলায় পৌঁছে গেছে। সে সব জেলা থেকে ছুটে আসছেন বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা খোঁজখবর নিতে— এই ধরনের উদ্যোগকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা যায় কিনা। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয়ে সর্বমোট ২৭ লাখ ৭১ হাজার ৮শ' ৫৪ টাকা রয়েছে। যাত্রা শুরুর প্রথম বছরে অর্থাৎ '৯৩ সালে ৮৮ হাজার ২শ' ৪৭ টাকা জমা হয়। ৮ বছরে তা বেড়ে বর্তমান পরিমাণে দাঁড়ায়। কল্যাণ সমিতি সূচনালগ্নে ৭টি কলেজের মাত্র ১৬০ সদস্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সমিতির অন্তর্ভুক্ত কলেজের সংখ্যা ২৯। শিক্ষক সদস্য ৭০৪ ও কর্মচারী সদস্য ২৯৭ জন। সব মিলিয়ে ১ হাজার ১ জন।

গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য মাসে যথাক্রমে ৫০ ও ২০ টাকা হারে চাঁদা নির্ধারিত রয়েছে। বেতনের সরকারী অংশ প্রাপ্তির পর পরই এই চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করতে হয়। চাঁদা থেকে প্রাপ্ত অর্থ সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় ব্যাংকে। সঞ্চিত অর্থে জাতীয় সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে ভবিষ্যতে অধিক হারে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে স্থায়ী সঞ্চয় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিমাসে শিক্ষকদের ৩৫ হাজার ২শ' এবং কর্মচারীদের ৫ হাজার ৪০ টাকা সর্বমোট ৪১ হাজার ১৪০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়ে থাকে।

সমিতি পরিচালনায় একটি শক্তিশালী কমিটি ও তার দিকনির্দেশনার জন্য রয়েছে গঠনতন্ত্র। সদস্যদের মৃত্যু বা অবসরজনিত কারণে অর্থ প্রদানের জন্য এই গঠনতন্ত্রে সমিতির এক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় যে কোন সদস বা সদস্যা তাঁর সদস্য পদ

অন্তর্ভুক্তির তারিখ
মৃত্যুবরণ করলে ে
বছরের মধ্যে হলে
হবে। পাশাপাশি স
মধ্যে অবসরে গে
পর হলে ১০ গুণ
চাকরিরত অবস্থায়
পরিবারের জন্য ক
উদ্যোগ গ্রহণ করে
সদস্য তাঁদের মা
অংশের একদিনের
উত্তরাধিকারকে অ
সমিতির সদস্যদের
লাখ ৫ হাজার টাক
বা নমিনি চাকরিকা
লাখ ৫ হাজার টাক
কল্যাণ সমিতি ৮ ভ
৪০ টাকা, ৮ মৃত স
৫শ' টাকা এবং ৪৫
লাখ ২০ হাজার ১০
গত এপ্রিলে সমিতি
ধরনের অর্থের চেক
এঁদের একজন হচ্ছে
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচা
লাখ ২১ হাজার ২শ
আহমেদ মিএগা কে